BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (8TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : FAZAYILUL QURAN

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْاٰنِ

ফাযায়িলুল কুরআন অধ্যায়

٢٦١٦. بَابُ كَيْفَ نُزُوْلُ الْوَحْيِ وَاَوَّلُ مَا نَزَلَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلْمُهَيْمِنُ الْاَمِيْنُ الْقُرْاٰنُ اَمِيْنٌ عَلٰى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ ـ

২৬১৬. অনুচ্ছেদ ঃ ওহী কিভাবে নাযিল হয় এবং সর্বপ্রথম কোন্ আয়াত নাযিল হয়েছিল। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, اَلْمُهَيْمِنُ মানে– আমীন। কুরআন পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী গ্রন্থের জন্য আমীন স্বরূপ।

٤٦١٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَا لَبِثَ النَّبِىُّ ﷺ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ ، يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا ـ

৪৬১৮ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র) .... আবু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী ﷺ মক্কায় দশ বছর অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে এবং মদীনাতেও তিনি দশ বছর অবস্থান করেন (এ সময়ও তাঁর প্রতি দশ বছর কুরআন নাযিল হয়েছে)।

٤٦١٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ اُنْبِئْتُ اَنَّ جِبْرِيْلَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ وَعِنْدَهُ اُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِاُمِّ سَلَمَةَ مَنْ هٰذَا اَوْ كَمَا قَالَ قَالَتْ هٰذَا دِحْيَةُ فَلَمَّا قَامَ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا حَسِبْتُهُ اِلَّا اِيَّاهُ حَتّٰى سَمِعْتُ

banglainternet.com

خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ يُخْبِرُ خَبَرَ جِبْرِئِيْلَ أَوْ كَمَا قَالَ أَبِيْ فَقُلْتُ لِأَبِيْ عُثْمَانَ مِمَّنْ سَمِعْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ـ

৪৬১৯ মূসা ইবন ইসমাঈল (র) ..... আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে অবগত করা হয়েছে যে, একদা জিব্‌রাঈল (আ) নবী ﷺ -এর কাছে আগমন করলেন। তখন উম্মে সালামা (রা) তাঁর কাছে ছিলেন। জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। নবী ﷺ উম্মে সালামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? অথবা তিনি এ ধরনের কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন। উম্মে সালামা (রা) বললেন, ইনি দাহইয়া (রা)। তারপর জিব্‌রাঈল (আ) উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, নবী ﷺ-এর ভাষণে জিব্‌রাঈল (আ)-এর খবর না শুনা পর্যন্ত আমি তাঁকে সে দাহইয়া (রা)-ই মনে করেছি। অথবা তিনি (বর্ণনাকারী) অনুরূপ কোন কথা বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী মুতামির (র) বলেন, আমার পিতা সুলায়মান বলেছেন, আমি উসমান (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কার থেকে এ ঘটনা শুনেছেন? তিনি বললেন, উসামা ইবন যায়দের কাছ থেকে।

٤٦٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْمُقْبَرِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَامِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَامِثْلُهُ أُمِنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِيْ أُوْتِيْتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللّٰهُ إِلَيَّ فَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

৪৬২০ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক নবীকে তাঁর যুগের চাহিদা মুতাবিক কিছু মুজিযা দান করা হয়েছে, যা দেখে লোকেরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। আমাকে যে মুজিযা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, ওহী– যা আল্লাহ্ পাক আমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি, কিয়ামতের দিন তাদের অনুসারীদের তুলনায় আমার অনুসারীদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে।

٤٦٢١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى تَابَعَ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتّٰى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَهُ ـ

banglainternet.com

৪৬২১ আমর ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্

তা'আলা নবী ﷺ-এর প্রতি ধারাবাহিকভাবে ওহী নাযিল করতে থাকেন এবং তাঁর ইন্তিকালের নিকটবর্তী সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি সর্বাধিক পরিমাণ ওহী নাযিল করেন। এরপর তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন।

٤٦٢٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَادِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُوْلُ اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً اَوْ لَيْلَتَيْنِ ، فَاَتَتْهُ امْرَاَةٌ فَقَالَتْ يَامُحَمَّدُ مَا اَرَى شَيْطَانَكَ اِلاَّ قَدْ تَرَكَكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ـ

৪৬২২ আবু নু'আইম (র) ..... জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফলে এক কি দু'রাত তিনি উঠতে পারেননি। জনৈকা মহিলা তাঁর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আমার মনে হয়, তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন, وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى - "শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রজনীর, যখন তা হয় নিঝুম। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি।"

٢٦١٧. بَابُ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ وَالْعَرَبِ ، قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ

২৬১৭. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন কুরায়শ এবং আরবদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "সরল ও সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি।"

٤٦٢٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَاَخْبَرَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ فَاَمَرَ عُثْمَانُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَسَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنْ يَنْسَخُوْهَا فِى الْمَصَاحِفِ ، وَقَالَ لَهُمْ اِذَا اخْتَلَفْتُمْ اَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِىْ عَرَبِيَّةٍ مِنْ عَرَبِيَّةِ الْقُرْاٰنِ فَاكْتُبُوْهَا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَاِنَّ الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوْا ـ

banglainternet.com

৪৬২৩ আবুল ইয়ামন (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা), সাঈদ ইব্‌নুল 'আস (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হিশাম (রা)-কে পবিত্র কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরকে বললেন, আল কুরআনের কোন শব্দের আরবী হওয়ার ব্যাপারে যায়দ ইব্‌ন সাবিতের সঙ্গে তোমাদের মত-বিরোধ হলে তোমরা তা কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কারণ, কুরআন তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। অতএব তাঁরা তা-ই করলেন।

٤٦٢٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ قَالَ اَخْبَرَنِيْ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ اَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُوْلُ لَيْتَنِيْ اَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعِرَّانَةِ عَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ اُظِلَّ عَلَيْهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهِ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيْبٍ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى فِيْ رَجُلٍ اَحْرَمَ فِيْ جُبَّةٍ بَعْدَ مَاتَضَمَّخَ بِطِيْبٍ ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ ، فَاَشَارَ عُمَرُ اِلٰى يَعْلَى اَنْ تَعَالَ ، فَجَاءَ يَعْلَى فَاَدْخَلَ رَاْسَهُ فَاِذَا هُوَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ كَذٰلِكَ سَاعَةً ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ ، فَقَالَ اَيْنَ الَّذِيْ يَسْاَلُنِيْ عَنِ الْعُمْرَةِ اٰنِفًا ، فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيْءَ بِهِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَمَّا الطِّيْبُ الَّذِيْ بِكَ ، فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَاَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اَصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِيْ حَجِّكَ ـ

৪৬২৪ আবু নু'আয়ইম (র) ..... ইয়ালা ইব্‌ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, হায়! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার সময় যদি তাঁকে দেখতে পারতাম। যখন নবী ﷺ জিয়িররানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং চাঁদোয়া দিয়ে তাঁর উপর ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন কতিপয় সাহাবী। এমতাবস্থায় সুগন্ধি মেখে এক ব্যক্তি এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। ঐ সম্পর্কে আপনার মত কী, যে সুগন্ধি মেখে জুব্বা পরে ইহরাম বেঁধেছে? কিছু সময়ের জন্য নবী ﷺ অপেক্ষা করলেন, এমনি সময় ওহী এলো। উমর (রা) ইয়ালা (রা)-কে ইশারা দিয়ে ডাকলেন। ইয়ালা (রা) এলেন এবং তাঁর মাথা ঐ চাদরের ভেতর ঢোকালেন। দেখলেন, রাসূল ﷺ

banglainternet.com

-এর মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ রক্তিম বর্ণ এবং কিছু সময়ের জন্য অত্যন্ত জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছেন। তারপর তাঁর থেকে এ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হওয়ার পর তিনি বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? যে কিছুক্ষণ পূর্বে আমাকে উমরা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। লোকটিকে তালাশ করে নবী করীম ﷺ -এর কাছে নিয়ে আসা হল নবী ﷺ বললেন, যে সুগন্ধি তুমি তোমার শরীরে মেখেছ, তা তিনবার ধুয়ে ফেলবে আর জুব্বাটি খুলে ফেলবে। তারপর তুমি তোমার উমরাতে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করবে, যা তুমি হজ্জের মধ্যে করে থাক।

بَابُ جَمْعِ الْقُرْاٰنِ

কুরআন সংকলনের অনুচ্ছেদ

٤٦٢٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ اَرْسَلَ اِلَيَّ اَبُوْ بَكْرٍ مَقْتَلَ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَاِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ عُمَرَ اَتَانِيْ فَقَالَ اِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْاٰنِ ، وَاِنِّيْ اَخْشٰى اِنِ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيْرٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَاِنِّيْ اَرٰى اَنْ تَاْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْاٰنِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ هٰذَا وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِيْ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِيْ لِذٰلِكَ ، وَرَاَيْتُ فِيْ ذٰلِكَ الَّذِيْ رَاٰى عُمَرُ ، قَالَ زَيْدٌ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَتَبَّعِ الْقُرْاٰنَ فَاجْمَعْهُ ، فَوَاللّٰهِ لَوْ كَلَّفُوْنِيْ نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ اَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا اَمَرَنِيْ بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْاٰنِ ، قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هُوَ

banglainternet.com

وَاللّٰهُ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ اَبُوْ بَكْرٍ يُرَاجِعُنِىْ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِىْ لِلَّذِىْ شَرَحَ لَهُ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْاٰنَ اَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ حَتّٰى وَجَدْتُ اٰخِرَ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ مَعَ اَبِىْ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِىِّ لَمْ اَجِدْهَا مَعَ اَحَدٍ غَيْرِهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ، حَتّٰى خَاتِمَةَ بَرَاءَةَ ، فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ اَبِىْ بَكْرٍ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ -

৪৬২৫ মূসা ইবন ইসমাঈল (র) ..... যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু লোক শহীদ হবার পর আবু বকর সিদ্দীক (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন। এ সময় উমর (রা)-ও তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। উমর (রা) আমার কাছে এসে বলেছেন, ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্তদের মধ্যে কারীদের সংখ্যা অনেক। আমি আশংকা করছি, এমনিভাবে যদি কারীগণ শহীদ হয়ে যান, তাহলে কুরআন শরীফের বহু অংশ হারিয়ে যাবে। অতএব আমি মনে করি যে, আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিন। উত্তরে আমি উমর (রা)-কে বললাম, যে কাজ আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ করেন নি, সে কাজ তুমি কিভাবে করবে ? উমর (রা) এর জবাবে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এটা একটা উত্তম কাজ। উমর (রা) এ কথাটি আমার কাছে বার বার বলতে থাকলে অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা এ কাজের জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিলেন এবং এ বিষয়ে উমর যা ভাল মনে করলেন আমিও তাই করলাম। যায়দ (রা) বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা) আমাকে বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক। তোমার ব্যাপারে আমার কোন সংশয় নেই। অধিকন্তু তুমি রাসূল ﷺ-এর ওহীর লেখক ছিলে। সুতরাং তুমি কুরআন শরীফের অংশগুলোকে তালাশ করে একত্রিত কর। আল্লাহ্‌র শপথ! তারা যদি আমাকে একটি পাহাড় এক স্থান হতে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিত, তাহলেও তা আমার কাছে কুরআন সংকলনের নির্দেশের চাইতে কঠিন বলে মনে হত না। আমি বললাম, যে কাজ রাসূল ﷺ করেননি, আপনারা সে কাজ কিভাবে করবেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এটা একটা কল্যাণকর কাজ। এ কথাটি আবু বকর সিদ্দীক (রা) আমার কাছে বার বার বলতে থাকেন, অবশেষে আল্লাহ্ পাক আমার বক্ষকে প্রশস্ত ও প্রসন্ন করে দিলেন সে কাজের জন্য, যে কাজের জন্য তিনি আবু বকর এবং উমর (রা)-এর বক্ষকে প্রশস্ত ও প্রসন্ন করে দিয়েছিলেন। এরপর আমি কুরআন অনুসন্ধান কাজে আত্মনিয়োগ করলাম এবং খেজুর পাতা, প্রস্তরখণ্ড ও মানুষের বক্ষ থেকে আমি তা সংগ্রহ করতে থাকলাম। এমনকি আমি সূরা তওবার শেষাংশ আবু খুযায়মা আনসারী (রা) থেকে সংগ্রহ করলাম। এ অংশটুকু তিনি ব্যতীত আর কারো কাছে আমি পাইনি। আয়াতগুলো হচ্ছে এইঃ তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।

banglainternet.com

এরপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলো, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি। (৯ ঃ ১২৯) তারপর সংকলিত সহীফাসমূহ মৃত্যু পর্যন্ত আবু বকর (রা)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তা উমর (রা)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। এরপর তা উমর-তনয়া হাফসা (রা)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল।

٤٦٢٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ اَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلٰى عُثْمَانَ ، وَكَانَ يُغَازِىْ اَهْلَ الشَّامِ فِىْ فَتْحِ اَرْمِيْنِيَةَ وَاَذَارْبَيْجَانَ مَعَ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَاَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اِخْتِلاَفُهُمْ فِى الْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَدْرِكْ هٰذِهِ الْاُمَّةَ قَبْلَ اَنْ يَخْتَلِفُوْا فِى الْكِتَابِ اِخْتِلاَفَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى فَاَرْسَلَ عُثْمَانُ اِلٰى حَفْصَةَ اَنْ اَرْسِلِىْ اِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِى الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا اِلَيْكِ ، فَاَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ اِلٰى عُثْمَانَ ، فَاَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوْهَا فِى الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّيْنَ الثَّلاَثَةِ اِذَا اخْتَلَفْتُمْ اَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِىْ شَىْءٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَاكْتُبُوْهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَاِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوْا حَتّٰى اِذَا نَسَخُوْا الصُّحُفَ فِى الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ اِلٰى حَفْصَةَ وَاَرْسَلَ اِلٰى كُلِّ اُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوْا وَاَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ فِىْ كُلِّ صَحِيْفَةٍ اَوْمُصْحَفٍ اَنْ يُحْرَقَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدْتُ اٰيَةً مِنَ الْاَحْزَابِ حِيْنَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ

banglainternet.com

بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَأَلْحَقْنَاهَا فِيْ سُوْرَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ -

৪৬২৬ মূসা (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা ইব্‌নুল ইয়ামান (রা) একবার উসমান (রা)-এর কাছে এলেন। এ সময় তিনি আরমিনিয়া ও আযারবাইজান বিজয়ের ব্যাপারে সিরীয় ও ইরাকী যোদ্ধাদের জন্য রণ-প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কুরআন পাঠে তাঁদের মতবিরোধ হুযায়ফাকে ভীষণ চিন্তিত করল। সুতরাং তিনি উসমান (রা)-কে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! কিতাব সম্পর্কে ইহুদী ও নাসারাদের মত মতপার্থক্যে লিপ্ত হবার পূর্বে এই উম্মতকে রক্ষা করুন। তারপর উসমান (রা) হাফসা (রা)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তিকে এ বলে পাঠালেন যে, আপনার কাছে সংরক্ষিত কুরআনের সহীফাসমূহ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা সেগুলোকে পরিপূর্ণ মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করতে পারি। এরপর আমরা তা আপনার কাছে ফিরিয়ে দেব। হাফসা (রা) তখন সেগুলো উসমান (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর উসমান (রা) যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা), আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা), সাঈদ ইব্‌ন আস (রা) এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হিশাম (রা)-কে নির্দেশ দিলেন। তাঁরা মাসহাফে তা লিপিবদ্ধ করলেন। এ সময় হযরত উসমান (রা) তিনজন কুরাইশী ব্যক্তিকে বললেন, কুরআনের কোন বিষয়ে যদি যায়দ ইব্‌ন সাবিতের সঙ্গে তোমাদের মতপার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে তোমরা তা কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কারণ, কুরআন তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তাঁরা তাই করলেন। যখন মূল লিপিগুলো থেকে কয়েকটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়ে গেল, তখন উসমান (রা) মূল লিপিগুলো হাফসা (রা)-এর কাছে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি কুরআনের লিখিত মাসহাফ -সমূহের এক একখানা মাসহাফ এক এক প্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন এবং এতদভিন্ন আলাদা আলাদা বা একত্রে সন্নিবেশিত কুরআনের যে কপিসমূহ রয়েছে তা জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। ইব্‌ন শিহাব (র) খারিজা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সাবিতের মাধ্যমে যায়দ ইব্‌ন সাবিত থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা যখন গ্রন্থাকারে কুরআন লিপিবদ্ধ করছিলাম তখন সূরা আহযাবের একটি আয়াত আমার থেকে হারিয়ে যায়; অথচ আমি তা রাসূল ﷺ-কে পাঠ করতে শুনেছি। তাই আমরা অনুসন্ধান করতে লাগলাম। অবশেষে আমরা তা খুযায়মা ইব্‌ন সাবিত আনসারী (রা)-এর কাছে পেলাম। আয়াতটি হচ্ছে এইঃ "মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তাঁরা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি।" (৩৩ ঃ ২৩)

তারপর আমরা এ আয়াতটি সংশ্লিষ্ট সূরার সাথে মাসহাফে লিপিবদ্ধ করলাম।

٢٦١٨ . بَابُ كَاتِبُ النَّبِيِّ ﷺ

২৬১৮. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর কাতিব

banglainternet.com

٤٦٢٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ اَنَّ ابْنَ السَّبَّاقِ قَالَ اِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ اَرْسَلَ اِلَىَّ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ اِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاتَّبِعِ الْقُرْاٰنَ فَتَتَبَّعْتُ حَتّٰى وَجَدْتُ اٰخِرَ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ اٰيَتَيْنِ مَعَ اَبِىْ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِىِّ لَمْ اَجِدْهُمَا مَعَ اَحَدٍ غَيْرِهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ اِلٰى اٰخِرِهِ ـ

৪৬২৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, তুমি রাসূল ﷺ -এর ওহী লিখতে। সুতরাং তুমি কুরআনের আয়াতগুলো অনুসন্ধান কর। এরপর আমি অনুসন্ধান করলাম। শেষ পর্যায়ে সূরা তওবার শেষ দু'টো আয়াত আমি আবু খুযায়মা আনসারী (রা)-এর কাছে পেলাম। তিনি ব্যতীত আর কারো কাছে আমি এর সন্ধান পায়নি। আয়াত দু'টো হচ্ছে এই ঃ "তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছে। তোমাদের যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। তারপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলবে, আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি এবং তিনি মহাআরশের অধিপতি।" (৯ ঃ ১২৮-১২৯)

٤٦٢٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُدْعُ لِىْ زَيْدًا وَلْيَجِئْ بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ وَالْكَتِفِ اَوِ الْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ ، ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ : لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ ، وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِىِّ ﷺ عَمْرُو بْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ الْاَعْمٰى قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا تَاْمُرُنِىْ ، فَاِنِّىْ رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ ، فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا : لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

banglainternet.com

৪৬২৮ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াতটি নাযিল হলে নবী ﷺ

বললেন, যায়দকে আমার কাছে ডেকে আন এবং তাকে বল সে যেন কাষ্ঠখণ্ড, দোয়াত এবং কাঁধের হাড় বা কাঁধের হাড় বলেন, অথবা তিনি বলেছেন, কাঁধের হাড় এবং দোয়াত নিয়ে আসে। এরপর তিনি বললেন, লিখ لَايَسْتَوِى। এ সময় অন্ধ সাহাবী আমর ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা) নবী ﷺ-এর পেছনে বসা ছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো অন্ধ, আমার ব্যাপারে আপনার কি নির্দেশ? এ কথার প্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত আয়াতের পরিবর্তে নাযিল হল ঃ لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - "মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয়, অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়।" (৪ ঃ ৯৫)

٢٦١٩ . بَابُ أُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ

২৬১৯. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন সাত উপ (আঞ্চলিক) ভাষায় নাযিল হয়েছে

٤٦٢٩ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقْرَاَنِىْ جِبْرِئِيْلُ عَلٰى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ ، فَلَمْ اَزَلْ اَسْتَزِيْدُهُ وَيَزِيْدُنِىْ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ ـ

৪৬২৯ সাঈদ ইব্‌ন উফায়র (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, জিব্‌রাঈল (আ) আমাকে একভাবে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমি তাঁকে অন্যভাবে পাঠ করার জন্য অনুরোধ করতে লাগলাম এবং পুনঃ পুনঃ অন্যভাবে পাঠ করার জন্য অব্যাহতভাবে অনুরোধ করতে থাকলে তিনি আমার জন্য পাঠ পদ্ধতি বাড়িয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সাত উপ (আঞ্চলিক) ভাষায় তিলাওয়াত করে সমাপ্ত করলেন।

٤٦٣٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِىِّ حَدَّثَاهُ اَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَاِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلٰى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ

banglainternet.com

لَمْ يُقْرِئْنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِى الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتّٰى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِىْ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ أَقْرَأَنِيْهَا عَلٰى غَيْرِ مَاقَرَأْتَ ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُوْدُهُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّىْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ بِسُوْرَةِ الْفُرْقَانِ عَلٰى حُرُوْفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرْسِلْهُ اِقْرَأْ يَا هِشَامُ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِى سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذٰلِكَ أُنْزِلَتْ ، ثُمَّ قَالَ اِقْرَأْ يَاعُمَرُ ، فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِى أَقْرَأَنِىْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذٰلِكَ أُنْزِلَتْ إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ـ

৪৬৩০ সাঈদ ইব্‌ন উফায়র (র) ..... উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইব্‌ন হাকীম (রা)-কে রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনেছি এবং গভীর মনোযোগ সহকারে আমি তাঁর কিরাআত শুনেছি। তিনি বিভিন্নভাবে কিরাআত পাঠ করেছেন ; অথচ রাসূল ﷺ আমাকে এভাবে শিক্ষা দেননি। এ কারণে সালাতের মাঝে আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্যত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু বড় কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। তারপর সে সালাম ফিরালে আমি চাদর দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে এ সূরা যেভাবে পাঠ করতে শুনলাম, এভাবে তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে? সে বলল, রাসূল ﷺ-ই আমাকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছ। কারণ, তুমি যে পদ্ধতিতে পাঠ করেছ, এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে রাসূল ﷺ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমি তাকে জোর করে টেনে রাসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম, আপনি আমাকে সূরা ফুরকান যে পদ্ধতিতে পাঠ করতে শিখিয়েছেন এ লোককে আমি এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে তা পাঠ করতে শুনেছি। এ কথা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। হিশাম, তুমি পাঠ করে শোনাও। তারপর সে সেভাবেই পাঠ করে শোনাল, যেভাবে আমি তাকে পাঠ করতে শুনেছি। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, এভাবেই নাযিল করা হয়েছে। এরপর বললেন, হে উমর ! তুমিও পড়। সুতরাং আমাকে তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবেই আমি পাঠ করলাম। এরপর রাসূল ﷺ বললেন, এভাবেও কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এ কুরআন সাত উপ (আঞ্চলিক) ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের জন্য যা সহজতর, সে পদ্ধতিতেই তোমরা পাঠ কর।

banglainternet.com

٢٦٢٠ . بَابُ تَالِيفُ الْقُرْاٰنِ

২৬২০. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন সংকলন

٤٦٣١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ يُوْسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُم قَالَ وَاَخْبَرَنِيْ يُوْسُفُ بْنُ مَاهِكٍ قَالَ اِنِّيْ عِنْدَ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ ، فَقَالَ اَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ ؟ قَالَتْ وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ ، قَالَ يَا اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَرِيْنِيْ مُصْحَفَكِ ، قَالَتْ لِمَ؟ قَالَ لَعَلِّى اُوَلِّفُ الْقُرْاٰنَ عَلَيْهِ ، فَاِنَّهُ يُقْرَاُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ ، قَالَتْ وَمَا يَضُرُّكَ اَيَّهُ قَرَاتَ قَبْلُ اِنَّمَا نَزَلَ اَوَّلَ مَانَزَلَ مِنْهُ سُوْرَةٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِيْهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، حَتّٰى اِذَا ثَابَ النَّاسُ اِلَى الْاِسْلاَمِ نَزَلَ الْحَلاَلُ وَالْحَرَامُ ، وَلَوْ نَزَلَ اَوَّلَ شَيْءٍ لاَتَشْرَبُوْا الْخَمْرَ لَقَالُوْا لاَ نَدَعُ الْخَمْرَ اَبَدًا ، وَلَوْ نَزَلَ لاَتَزْنُوْا لَقَالُوا لاَ نَدَعُ الزِّنَا اَبَدًا لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ وَاِنِّىْ لَجَارِيَةٌ اَلْعَبُ ، بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ . وَمَا نَزَلَتْ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ اِلاَّ وَاَنَا عِنْدَهُ ، قَالَ فَاَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ ، فَاَمْلَتْ عَلَيْهِ اٰىَ السُّوَرِ ـ

৪৬৩১ ইবরাহীম ইবন মূসা (র) .... ইউসুফ ইবন মাহিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর কাছে ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ইরাকী ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলঃ কোন ধরনের কাফন শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, আফসোস তোমার প্রতি! এতে তোমার কি ক্ষতি? তারপর লোকটি বলল, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে আপনি আপনার কুরআন শরীফের কপি দেখান। তিনি বললেন, কেন? লোকটি বলল, এ তারতীবে কুরআন শরীফকে বিন্যস্ত করার জন্য। কারণ লোকেরা তাকে অবিন্যস্তভাবে পাঠ করে। আয়েশা (রা) বললেন, তোমরা এর যে অংশই আগে পাঠ কর না কেন, এতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। (مفصل) মুফাস্সাল সূরাসমূহের মাঝে প্রথমত এ সূরাগুলো অবতীর্ণ হয়েছে। যার মধ্যে জান্নাত ও জাহান্নামের উল্লেখ রয়েছে। তারপর যখন লোকেরা দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে লাগল তখন হালাল-হারামের বিধান সম্বলিত সূরাগুলো নাযিল হয়েছে। যদি সূচনাতেই এ

banglainternet.com

আয়াত নাযিল হত যে, তোমরা মদ পান করো না, তাহলে লোকেরা বলত, আমরা কখনো মদপান ত্যাগ করব না। যদি শুরুতেই নাযিল হতো তোমরা ব্যভিচার করো না, তাহলে তারা বলত আমরা কখনো অবৈধ যৌনাচার বর্জন করব না। আমি যখন খেলাধুলার বয়সী একজন বালিকা তখন মক্কায় মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি নিম্নলিখিত আয়াতগুলো নাযিল হয় ঃ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ মানে, "অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর।" বিধান সম্বলিত সূরা বাকারা ও সূরা নিসা আমি রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে থাকাকালীন অবস্থায় নাযিল হয়। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আয়েশা (রা) তাঁর কাছে সংরক্ষিত কুরআনের কপি বের করলেন এবং সূরাসমূহ লেখালেন।

٤٦٣٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطٰهٰ وَالْاَنْبِيَاءِ اِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْاُوَلِ وَهُنَّ مِنْ تِلَادِىْ -

৪৬৩২ আদম (র) ..... ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা কাহ্‌ফ, সূরা মরিয়ম, সূরা তাহা এবং সূরা আম্বিয়া সম্পর্কে বলতেন যে, এগুলো হচ্ছে সূরাসমূহের মাঝে উন্নত এবং এগুলো ইসলামের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে।

٤٦٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوالْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَنْبَاَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ قَالَ تَعَلَّمْتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَبْلَ اَنْ يَقْدَمَ النَّبِىُّ ﷺ -

৪৬৩৩ আবূল ওয়ালীদ (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ মদীনায় আসার পূর্বে আমি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى সূরাটি শিখেছি।

٤٦٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِىْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ مِنَ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ فَسَاَلْنَاهُ فَقَالَ عِشْرُوْنَ سُوْرَةً مِنْ اَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلٰى تَالِيْفِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اٰخِرُهُنَّ الْحَوَامِيْمُ حٰمٓ الدُّخَانِ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ -

৪৬৩৪ আবদান (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সমপর্যায়ের ঐ সূরাগুলো সম্পর্কে আমি খুব অবগত আছি, যা নবী ﷺ প্রতি রাকআতে জোড়া জোড়া পাঠ করতেন। তারপর

banglainternet.com

আবদুল্লাহ (রা) দাঁড়ালেন এবং আলকামা (রা) তাকে অনুসরণ করলেন। যখন আলকামা (রা) বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসলেন তখন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এগুলো হচ্ছে মোট বিশটি সূরা, ইবন মাসউদ (রা)-এর সংকলন মুতাবিক মুফাসসাল থেকে যার শুরু এবং যার শেষ হচ্ছে حَوَامِيمُ অর্থাৎ 'হামীম' 'আদদুখান' এবং 'আম্মা ইয়াতাসা আলূন'।

٢٦٢١ . بَابٌ كَانَ جِبْرِيْلُ يَعْرِضُ الْقُرْاٰنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ مَسْرُوْقٌ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ اَسَرَّ اِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ اَنَّ جِبْرِيْلَ يُعَارِضُنِيْ بِالْقُرْاٰنِ كُلَّ سَنَةٍ وَاِنَّهُ عَارَضَنِيْ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ ، وَلَا اَرَاهُ اِلَّا حَضَرَ اَجَلِيْ

২৬২১. অনুচ্ছেদ ঃ জিব্‌রাঈল (আ) নবী ﷺ-এর সাথে কুরআন শরীফ দাওর করতেন। মাসরূক (র) আয়েশা (রা)-এর মাধ্যমে ফাতিমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ আমাকে গোপনে বলেছেন, প্রতি বছর জিব্‌রাঈল (আ) আমার সাথে একবার কুরআন শরীফ দাওর করতেন; কিন্তু এ বছর তিনি আমার সাথে দু'বার দাওর করেছেন। আমার মনে হচ্ছে আমার মৃত্যু আসন্ন।

٤٦٣٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَاَجْوَدُ مَايَكُوْنُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِاَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّٰى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقُرْاٰنَ فَاِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ كَانَ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ ـ

৪৬৩৫ ইয়াহ্‌ইয়া ইবন কাযা'আ (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কল্যাণের কাজে ছিলেন সবচেয়ে বেশি দানশীল, বিশেষভাবে রমযান মাসে। (তাঁর দানশীলতার কোন সীমা ছিল না) কেননা, রমযান মাসের শেষ পর্যন্ত প্রতি রাতে জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তিনি তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। যখন জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি কল্যাণের ব্যাপারে প্রবহমান বায়ুর চেয়েও অধিক দানশীল হতেন।

banglainternet.com

٤٦٣٦ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ الْقُرْاٰنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِى الْعَامِ الَّذِىْ قُبِضَ ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا ، فَاعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ فِى الْعَامِ الَّذِىْ قُبِضَ ـ

৪৬৩৬ খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতি বছর জিবরঈল (আ) নবী ﷺ-এর সঙ্গে একবার কুরআন শরীফ দাওর করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি ওফাত লাভ করেন সে বছর তিনি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে দু'বার দাওর করেন। প্রতি বছর নবী ﷺ রমযানে দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি ওফাত লাভ করেন সে বছর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেন।

٢٦٢٢ . بَابُ الْقُرَّاءِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ

২৬২২. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর যে সব সাহাবী ক্বারী ছিলেন

٤٦٣٧ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ ذَكَرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَبْدُ اللّٰهِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ لَا اَزَالُ اُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : خُذُوْا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ ، مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَالِمٍ وَمُعَاذٍ وَاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ ـ

৪৬৩৭ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র) ..... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, আমি তাঁকে ঐ সময় থেকে ভালবাসি, যখন নবী ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, তোমরা চার ব্যক্তি থেকে কুরআন শিক্ষা কর– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা), সালিম (রা), মুআয (রা) এবং উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা)।

٤٦٣٨ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا شَقِيْقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَخَذْتُ مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِيْنَ سُوْرَةً وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمَ اَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ اَنِّىْ مِنْ اَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَمَا اَنَا بِخَيْرِهِمْ ،

banglainternet.com

قَالَ شَقِيقٌ فَجَلَسْتُ فِى الْحَلَقِ أَسْمَعُ مَا يَقُوْلُوْنَ فَمَا سَمِعْتُ رَادًّا يَقُوْلُ غَيْرَ ذٰلِكَ ـ

৪৬৩৮ উমর ইব্‌ন হাফস (র) .... শাকীক ইব্‌ন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ। সত্তরেরও কিছু অধিক সূরা আমি রাসূল ﷺ -এর মুখ থেকে হাসিল করেছি। আল্লাহর কসম! নবী ﷺ-এর সাহাবীরা জানেন, আমি তাঁদের চাইতে আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত; অথচ আমি তাঁদের চাইতে উত্তম নই। শাকীক (র) বলেন, সাহাবিগণ তাঁর বক্তব্য শুনে কি বলেন এ কথা শোনার জন্য আমি মজলিশে বসেছি, কিন্তু আমি কাউকে তার বক্তব্যে কোন আপত্তি উত্থাপন করতে শুনিনি।

٤٦٣٩ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِمْصَ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ سُوْرَةَ يُوْسُفَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مَاهٰكَذَا أُنْزِلَتْ ، قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَحْسَنْتَ وَوَجَدَ مِنْهُ رِيْحَ الْخَمْرِ فَقَالَ أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَذِّبَ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَتَشْرَبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ـ

৪৬৩৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র) .... আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হিমস শহরে ছিলাম। এ সময় ইব্‌ন মাসঊদ (রা) সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করলেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, এ সূরা এ ভাবে নাযিল হয়নি। এ কথা শুনে ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বললেন, আমি রাসূল ﷺ -এর সামনে এ সূরা তিলাওয়াত করেছি। তিনি বলেছেন, তুমি সুন্দরভাবে পাঠ করেছ। এ সময় তিনি ঐ লোকটির মুখ থেকে মদের গন্ধ পেলেন। তাই তিনি তাকে বললেন, তুমি আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলা এবং মদ পান করার মত জঘন্যতম অপরাধ এক সাথে করছ? এরপর তিনি তার ওপর হদ (অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি) জারি করলেন।

٤٦٤٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ ، إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ ، وَلَا أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيْمَ أُنْزِلَتْ ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّىْ بِكِتَابِ اللّٰهِ تُبَلِّغُهُ الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ ـ

banglainternet.com

৪৬৪০ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র) ..... মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, আল্লাহর কিতাবের অবতীর্ণ প্রতিটি সূরা সম্পর্কেই আমি জানি যে, তা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং প্রতিটি আয়াত সম্পর্কেই আমি জানি যে, তা কার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি যদি জানতাম যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আমার চাইতে অধিক জ্ঞাত এবং সেখানে উট গিয়ে পৌঁছতে পারে, তাহলে সওয়ার হয়ে আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছতাম।

٤٦٤١ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُوْ زَيْدٍ * تَابَعَهُ الْفَضْلُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ ـ

৪৬৪১ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র) ..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ -এর সময় কে কে কুরআন সংগ্রহ করেছেন? তিনি বললেন, চারজন এবং তাঁরা চারজনই ছিলেন আনসারী সাহাবী। তাঁরা হলেনঃ উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা), মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা), যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) এবং আবু যায়দ (রা)। (অন্য সনদে) ফাদল (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করছেন।

٤٦٤٢ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِيْ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ وَثُمَامَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُوْ زَيْدٍ ، قَالَ وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ ـ

৪৬৪২ মুআল্লা ইব্‌ন আসাদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইন্তিকাল করেন। তখন চার ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ কুরআন সংগ্রহ করেননি। তাঁরা হলেন আবুদ্ দারদা (রা), মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা), যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) এবং আবু যায়দ (রা)। আনাস (রা) বলেন, আমরা আবু যায়দ (রা)-এর উত্তরসূরি।

٤٦٤٣ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ عَلٰى أَقْضَانَا أُبَيٌّ أَقْرَؤُنَا وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ لَحْنِ أُبَيٍّ وَأُبَيٌّ يَقُوْلُ أَخَذْتُهُ

banglainternet.com

مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ اَتْرُكُهُ لِشَىْءٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا ـ

৪৬৪৩ সাদাকা ইব্‌ন ফাদল (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, আলী (রা) আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম বিচারক এবং উবায় (রা) আমাদের মাঝে সর্বোত্তম কারী। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি যা তিলাওয়াত করেছেন, আমরা তার কতিপয় অংশ বর্জন করছি, অথচ তিনি বলছেন, আমি তা আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ -এর যবান মুবারক থেকে শুনেছি, কোন কিছুর বিনিময়ে আমি তা বর্জন করব না। আল্লাহ্ বলেছেন, 'আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত হতে দিলে তা হতে উত্তম কিংবা তার সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি।'

٢٦٢٣ . بَابُ فَضْلُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

২৬২৩. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফাতিহার ফযীলত

٤٦٤٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى قَالَ كُنْتُ اُصَلِّى فَدَعَانِى النَّبِىُّ ﷺ فَلَمْ اُجِبْهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّىْ قَالَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُعَلِّمُكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ قَبْلَ اَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَلَمَّا اَرَدْنَا اَنْ نَخْرُجَ ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ قُلْتَ لاُ عَلِّمَنَّكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ، الَّذِىْ اُوْتِيْتُهُ ـ

৪৬৪৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আবু সাঈদ ইব্‌ন মু'আল্লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালাতরত ছিলাম। নবী ﷺ আমাকে ডাকলেন; কিন্তু আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম না। পরে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সালাতরত ছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেননি, "হে মু'মিনগণ, আল্লাহ্ ও রাসূল যখন তোমাদেরকে আহবান করেন তখন আল্লাহ্ ও রাসূলের আহবানে সাড়া দাও।" (৮ ঃ ২৪)

banglainternet.com

তারপর তিনি বললেন, তোমার মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে আমি কি তোমাকে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা শিক্ষা দেব না? তখন তিনি আমার হাত ধরলেন। যখন আমরা মসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করলাম তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো বলেছেন মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে আমাকে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরার কথা বলবেন। তিনি বললেন, তা হল ঃ "আল হামদুলিল্লাহ রাব্বিল 'আলামীন"। এটা বারবার পঠিত সাতটি আয়াত (সাবআ মাছানী) এবং কুরআন আজীম যা আমাকে দেয়া হয়েছে।

٤٦٤٥ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا فِىْ مَسِيْرٍ لَنَا فَنَزَلْنَا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ اِنَّ سَيِّدَ الْحَىِّ سَلِيْمٌ وَاِنَّ نَفَرَنَا غُيَّبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَاكُنَّا نَابِنُهُ بِرُقْيَةٍ فَرَقَاهُ فَبَرَأَ فَاَمَرَلَهُ بِثَلاَثِيْنَ شَاةً وَسَقَانَا لَبَنًا فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ اَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً اَوْ كُنْتَ تَرْقِىْ؟ قَالَ لاَ مَا رَقَيْتُ اِلاَّ بِاُمِّ الْكِتَابِ، قُلْنَا لاَتُحْدِثُوْا شَيْئًا حَتّٰى نَاتِىَ اَوْ نَسْاَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ وَمَا كَانَ يُدْرِيْهِ اَنَّهَا رُقْيَةٌ اَقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِىْ بِسَهْمٍ * وَقَالَ اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ حَدَّثَنِىْ مَعْبَدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ بِهٰذَا ـ

৪৬৪৫ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা সফরে চলছিলাম। (পথিমধ্যে) অবতরণ করলাম। তখন একটি বালিকা এসে বলল, এখানকার গোত্রপ্রধানকে সাপে কেটেছে। আমাদের পুরুষগণ অনুপস্থিত। অতএব, আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি, যিনি ঝাড়-ফুঁক করতে পারেন? তখন আমাদের মধ্য থেকে একজন ঐ বালিকাটির সঙ্গে গেলেন। যদিও আমরা ভাবিনি যে সে ঝাড়-ফুঁক জানে। এরপর সে ঝাড়-ফুঁক করল এবং গোত্রপ্রধান সুস্থ হয়ে উঠল। এতে সর্দার খুশী হয়ে তাকে ত্রিশটি বকরী দান করলেন এবং আমাদের সকলকে দুধ পান করালেন। ফিরে আসার পথে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ভালভাবে ঝাড়-ফুঁক করতে জান (অথবা রাকীর সন্দেহ) তুমি কি ঝাড়-ফুঁক করতে পার? সে উত্তর করল, না, আমি তো কেবল উম্মুল কিতাব– সূরা ফাতিহা দিয়েই ঝাড়-ফুঁক করেছি। আমরা তখন বললাম, যতক্ষণ না আমরা নবী ﷺ -এর কাছে পৌঁছে

banglainternet.com

তাঁকে জিজ্ঞেস করি ততক্ষণ কেউ কিছু বলবে না। এরপর আমরা মদীনায় পৌঁছে নবী ﷺ -এর কাছে ঘটনাটি তুলে ধরলাম। তিনি বললেন, সে কেমন করে জানল যে, তা (সূরা ফাতিহা) চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে? তোমরা নিজেদের মধ্যে এগুলো বন্টন করে নাও এবং আমার জন্যও একাংশ রেখো। আবূ মা'মার ------- আবূ সাঈদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

فَضْلُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

সূরা বাকারার ফযীলত

٤٦٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ بِالْاٰيَتَيْنِ * وَحَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ قَرَأَ بِالْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ * وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَاَتَانِىْ اٰتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَصَّ الْحَدِيْثَ فَقَالَ اِذَا اَوَيْتَ اِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ ، وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ ـ

৪৬৪৬ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র) ..... আবূ মাসঊদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করে.....

banglainternet.com

আবূ নু'আইম (র) ..... আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ যদি রাতে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করে, সেটাই তার জন্য যথেষ্ট। উসমান ইবন হায়সাম (র)

..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রমযানে প্রাপ্ত যাকাতের মাল হেফাজতের দায়িত্ব দিলেন। এক সময় জনৈক ব্যক্তি এসে খাদ্য-দ্রব্য উঠিয়ে নিতে উদ্যত হল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহর নবী ﷺ -এর কাছে নিয়ে যাব। এরপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন।[১] তখন লোকটি বলল, যখন আপনি ঘুমাতে যাবেন, তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন। এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান আপনার কাছে আসতে পারবে না। নবী ﷺ (এ ঘটনা শুনে) বললেন, (যে তোমার কাছে এসেছিল) সে সত্য কথা বলেছে, যদিও সে বড় মিথ্যাবাদী শয়তান।

بَابُ فَضْلُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা কাহ্‌ফের ফযীলত

٤٦٤٧ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَاِلٰى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوْطٌ بِشَطَنَيْنِ ، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُوْ وَتَدْنُوْ وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ ، فَلَمَّا اَصْبَحَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْاٰنِ -

৪৬৪৭ আমর ইবন খালিদ (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি 'সূরা কাহ্‌ফ' তিলাওয়াত করছিলেন। তার ঘোড়াটি দু'টি রশি দিয়ে তার পাশে বাঁধা ছিল। তখন এক খণ্ড মেঘ এসে তার উপর ছায়া বিস্তার করল। মেঘখণ্ড ক্রমশ নিচের দিকে নেমে আসতে লাগল। আর তার ঘোড়াটি ভয়ে লাফালাফি শুরু করে দিল। ভোর বেলা যখন লোকটি নবী ﷺ -এর কাছে উক্ত ঘটনার কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, এ ছিল আস্‌সাকিনা (প্রশান্তি), যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল।

بَابُ فَضْلُ سُوْرَةِ الْفَتْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আল ফাতহ্‌র ফযীলত

banglainternet.com

٤٦٤٨ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ

১ কিতাবুয যাকাতে হাদীসটির পূর্ণ বিবরণ বিধৃত হয়েছে।

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسِيْرُ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيْرُ مَعَهٗ لَيْلاً فَسَاَلَهٗ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ سَاَلَهٗ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثُمَّ سَاَلَهٗ فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ نَزَرْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذٰلِكَ لاَيُجِيْبُكَ ، قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكْتُ بَعِيْرِيْ حَتّٰى كُنْتُ اَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيْتُ اَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْاٰنٌ فَمَا نَشِبْتُ اَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يَكُوْنَ نَزَلَ فِيَّ قُرْاٰنٌ قَالَ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُوْرَةٌ لَهِيَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَرَاَ : اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ـ

৪৬৪৮ ইসমাঈল (র) ..... আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক সফরে রাতের বেলায় চলছিলেন এবং উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। তখন উমর (রা) তাঁর কাছে কিছু জিজ্ঞেস করলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কোন উত্তর দিলেন না। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন; কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এবারও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। এমতাবস্থায় উমর (রা) নিজকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তিনবার প্রশ্ন করে কোন উত্তর পাওনি। উমর (রা) বললেন, এরপর আমি আমার উটকে দ্রুত চালিয়ে সকলের আগে চলে গেলাম এবং আমি শঙ্কিত হলাম, না জানি আমার সম্পর্কে কুরআন অবতীর্ণ হয়। কিছুক্ষণ পর কেউ আমাকে ডাকছে, এমন আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি মনে আশংকা করলাম যে, হয়তো বা আমার সম্পর্কে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তখন আমি নবী ﷺ -এর নিকটে গেলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন আজ রাতে আমার কাছে এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, যা আমার কাছে সূর্যালোক পতিত সকল স্থান হতেও উত্তম। এরপর তিনি পাঠ করলেন, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا "নিশ্চয় আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।"

بَابُ فَضْلُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

অনুচ্ছেদ ঃ কুলহু আল্লাহু আহাদ (সূরা ইখলাস)-এর ফযীলত

banglainternet.com

٤٦٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا ، فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَكَاَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ * وَزَادَ اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ اَخْبَرَنِىْ اَخِىْ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ اَنَّ رَجُلاً قَامَ فِىْ زَمَنِ النَّبِىِّ ﷺ يَقْرَأُ مِنَ السَّحَرِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ، لاَ يَزِيْدُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا اَصْبَحْنَا اَتٰى رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ نَحْوَهُ ـ

৪৬৪৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি অন্য আরেক ব্যক্তিকে 'কুল হুআল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনলেন। সে বার বার তা মুখে উচ্চারণ করছিল। (তিনি মনে করলেন এভাবে বারবার পাঠ করা যথেষ্ট নয়।) পরদিন সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে এ সম্পর্কে বললেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন। এ সূরা হচ্ছে সমগ্র কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বললেন ঃ আমার ভাই-কাতাদা ইব্ন নুমান আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় এক ব্যক্তি শেষ রাতে সালাতে শুধুমাত্র "কুল হুআল্লাহু আহাদ" ছাড়া আর কোন সূরাই তিলাওয়াত করেননি। পরদিন সকালে কোন এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে আসলেন। বাকী অংশ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

٤٦٥٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ وَالضَّحَّاكُ الْمَشْرَقِىُّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَصْحَابِهِ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ فِىْ لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوْا اَيُّنَا يُطِيْقُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ مُرْسَلٌ وَعَنِ الضَّحَّاكِ الْمَشْرَقِىِّ مُسْنَدٌ ـ

banglainternet.com

৪৬৫০ উমর ইবন হাফ্স (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে বলেছেন, তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে অসাধ্য মনে কর? এ প্রশ্ন তাদের জন্য কঠিন ছিল। এরপর তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের মধ্যে কার সাধ্য আছে যে, এমনটি পারবে? তখন তিনি বললেন, "কুল হুআল্লাহু আহাদ" অর্থাৎ সূরা ইখলাস কুরআন শরীফের এক-তৃতীয়াংশ।

بَابٌ فَضْلُ الْمُعَوِّذَاتُ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'আবিযাত (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) -এর ফযীলত

٤٦٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اشْتَكٰى يَقْرَأُ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ اَقْرَأُ عَلَيْهِ وَاَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا ـ

৪৬৫১ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখনই নবী ﷺ অসুস্থ হতেন তখনই তিনি 'সূরায়ে মু'আবিযাত' পাঠ করে নিজের উপর ফুঁক দিতেন। যখন তাঁর রোগ কঠিন আকার ধারণ করল, তখন বরকত লাভের জন্য আমি এই সকল সূরা পাঠ করে হাত দিয়ে শরীর মসেহ্ করিয়ে দিতাম।

٤٦٥٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَاَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَاُ بِهِمَا عَلٰى رَاْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ

banglainternet.com

৪৬৫২ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, প্রতি রাতে নবী ﷺ শয্যা গ্রহণকালে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে দু'হাত একত্রিত করে হাতে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে শুরু করে তাঁর দেহের সম্মুখভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিনবার করে এরূপ করতেন।

٢٦٢٤ . بَابُ نُزُوْلُ السَّكِيْنَةِ وَالْمَلاَئِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ * وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوْطٌ عِنْدَهُ اِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ ، فَقَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ ، فَسَكَتَ وَسَكَنَتِ الْفَرَسُ ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ اِبْنُهُ يَحْيٰى قَرِيْبًا مِنْهَا فَاشْفَقَ اَنْ تُصِيْبَهُ فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ حَتّٰى مَا يَرَاهَا ، فَلَمَّا اَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ ، اقْرَأْ يَا أَبْنَ حُضَيْرٍ ، قَالَ فَاشْفَقْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ تَطَأَ يَحْيٰى ، وَكَانَ مِنْهَا قَرِيْبًا ، فَرَفَعْتُ رَأْسِىْ فَانْصَرَفْتُ اِلَيْهِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِىْ اِلَى السَّمَاءِ ، فَاِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيْهَا اَمْثَالُ الْمَصَابِيْحِ ، فَخَرَجْتُ حَتّٰى لاَ اَرَاهَا ، قَالَ وَتَدْرِىْ مَا ذَاكَ ؟ قَالَ لاَ ، قَالَ تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ ، وَلَوْ قَرَاْتَ لاَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ اِلَيْهَا ، لاَ تَتَوَارٰى مِنْهُمْ * قَالَ أَبْنُ الْهَادِ وَحَدَّثَنِىْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ .

২৬২৪. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের সময় প্রশান্তি নেমে আসে ও ফেরেশতা নাযিল হয়। লায়িস (র) উসাইদ ইবন হুদায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাতে তিনি সূরা বাকারা পাঠ করছিলেন। তখন তাঁর ঘোড়াটি তারই পাশে বাঁধা ছিল। হঠাৎ ঘোড়াটি ভীত হয়ে লাফ দিয়ে উঠল এবং ছুটাছুটি শুরু করল। যখন পাঠ বন্ধ করলেন তখনই

banglainternet.com

ঘোড়াটি শান্ত হল। পুনরায় পাঠ শুরু করলেন। ঘোড়াটি পূর্বের মত আচরণ করল। যখন পাঠ বন্ধ করলেন ঘোড়াটি শান্ত হল। পুনরায় পাঠ আরম্ভ করলে ঘোড়াটি পূর্বের মত করতে লাগল। এ সময় তার পুত্র ইয়াহইয়া ঘোড়াটির নিকটে ছিল। তার ভয় হচ্ছিল যে, ঘোড়াটি তার পুত্রকে পদদলিত করবে। তখন তিনি পুত্রকে টেনে আনলেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলেন। পরদিন সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করলেন। ঘটনা শুনে নবী ﷺ বললেন ঃ হে ইব্ন হুদায়র (রা)! তুমি যদি পাঠ করতে, হে ইব্ন হুদায়র (রা)! তুমি যদি পাঠ করতে। ইব্ন হুদায়র আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার ছেলেটি ঘোড়ার নিকট থাকায় আমি ভয় পেয়ে গেলাম হয়ত বা ঘোড়াটি তাকে পদদলিত করবে, সুতরাং আমি আমার মাথা উপরে উঠাতেই মেঘের মত কিছু দেখলাম, যা আলোকময় ছিল। আমি যখন বাইরে এলাম তখন আর কিছু দেখলাম না। তখন নবী ﷺ বললেন, তুমি কি জান, ওটা কি ছিল? না। তখন নবী ﷺ বললেন, তারা ছিল ফেরেশতামণ্ডলী। তোমার তিলাওয়াত শুনে তোমার কাছে এসেছিল। তুমি যদি ভোর পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে থাকতে তারাও ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করত এবং লোকেরা তাদেরকে দেখতে পেত। এরপর হাদীসের অন্য একটি সনদ বর্ণিত হয়েছে।

٢٦٢٥ . بَابُ مَنْ قَالَ لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ ﷺ اِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ

২৬২৫. অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলে, দুই মলাটের মধ্যে (কুরআন) যা কিছু আছে তাছাড়া নবী ﷺ কিছু রেখে যাননি

٤٦٥٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ اَتَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ مَاتَرَكَ اِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ، قَالَ وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَاَلْنَاهُ فَقَالَ مَا تَرَكَ اِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ ـ

৪৬৫৩ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবদুল আযীয ইব্ন রুফাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং শাদ্দাদ ইব্ন মা'কিল হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। শাদ্দাদ ইব্ন মা'কিল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, নবী ﷺ কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু রেখে যাননি ? হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উত্তর দিলেন, নবী ﷺ দুই মলাটের মাঝে যা কিছু আছে অর্থাৎ কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু রেখে

banglainternet.com

যাননি। আবদুল আযীয বললেন, আমরা মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনিও বললেন যে, দুই মলাটের মাঝে ছাড়া আর কিছু রেখে যাননি।

٢٦٢٦ . بَابٌ فَضْلُ الْقُرْاٰنِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ

২৬২৬. অনুচ্ছেদ ঃ সব কালামের উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব

٤٦٥٤ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ اَبُوْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِىْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَالْاُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَرِيْحُهَا طَيِّبٌ ، وَالَّذِىْ لَا يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيْحَ لَهَا، وَ مَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِىْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ ، كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ ، رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِىْ لَايَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ ، كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ ، وَلَا رِيْحَ لَهَا.

৪৬৫৪ হুদবাত ইবন খালিদ (র) ..... হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে, তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ লেবুর ন্যায় যা সুস্বাদু এবং সুগন্ধযুক্ত। আর যে ব্যক্তি (মু'মিন) কুরআন পাঠ করে না, তার উদাহরণ হচ্ছে এমন খেজুরের মত, যা সুগন্ধহীন, কিন্তু খেতে সুস্বাদু। আর ফাসিক-ফাজির ব্যক্তি যে কুরআন পাঠ করে, তার উদাহরণ হচ্ছে রায়হান জাতীয় গুল্মের মত, যার সুগন্ধ আছে , কিন্তু খেতে বিস্বাদযুক্ত (তিক্ত)। আর ঐ ফাসিক যে কুরআন একেবারেই পাঠ করে না, তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ মাকাল ফলের মত, যা খেতেও বিস্বাদ (তিক্ত) এবং যার কোন সুঘ্রাণও নেই।

٤٦٥٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ . بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا اَجَلُكُمْ فِىْ اَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الْاُمَمِ ، كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ ، وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى ، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا ، فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِىْ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ ، فَقَالَ مَنْ

banglainternet.com

يَعْمَلُ لِيْ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اِلَى الْعَصْرِ فَعَمِلَتِ النَّصَارٰى ، ثُمَّ اَنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مِنَ الْعَصْرِ اِلَى الْمَغْرِبِ بِقِيْرَاطَيْنِ قَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ عَمَلاً وَاَقَلُّ عَطَاءً ، قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ ؟ قَالُوْا لاَ ، قَالَ فَذَاكَ فَضْلِيْ اُتِيْهِ مَنْ شِئْتُ .

৪৬৫৫ মুসাদ্দাদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতীতের জাতিসমূহের সঙ্গে তোমাদের জীবনকালের তুলনা হচ্ছে আসর ও মাগরিবের সালাতের মধ্যবর্তী সময়কালের মত। তোমাদের এবং ইহুদী-নাসারাদের উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করে তাদেরকে বলল, "তোমাদের মধ্যে কে এক কীরাতের বিনিময়ে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত কাজ করবে ?" ইহুদীরা কাজ করল। তারপর সেই ব্যক্তি আবার বলল, তোমাদের মধ্যে কে এক কীরাতের[১] বিনিময়ে দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত কাজ করবে ? নাসারারা কাজ করল। এরপর তোমরা (মুসলমানরা) আসরের নামাযের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত প্রত্যেকে দু' কীরাতের বিনিময়ে কাজ করেছ। তারা বলল, আমরা কম মজুরি নিয়েছি এবং বেশি কাজ করেছি। তিনি (আল্লাহ্) বলবেন, আমি কি তোমাদের অধিকারের ব্যাপারে জুলুম করেছি ? তারা উত্তরে বলবে, না। এরপর আল্লাহ্ বলবেন, এটা আমার দয়া, আমি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি।

٢٦٢٧ . بَابُ الْوَصَاةِ بِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

২৬২৭. অনুচ্ছেদ ঃ কিতাবুল্লাহর ওসীয়ত

٤٦٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ اَبِيْ اَوْفٰى اَوْصٰى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لاَ ، فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ اُمِرُوْا بِهَا وَلَمْ يُوْصِ ، قَالَ اَوْصٰى بِكِتَابِ اللّٰهِ .

৪৬৫৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আউফ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ কি কোন ওসীয়ত করে গেছেন ? তিনি বললেন, না। তখন আমি বললাম, যখন নবী ﷺ নিজে কোন ওসীয়ত করে যাননি, তখন কি করে মানুষের জন্য

banglainternet.com

১. কীরাত ঃ মুদ্রা বিশেষ।

ওসীয়ত করাকে (কুরআন মজীদে) বাধ্যতামূলক করা হল এবং তাদেরকে এজন্য নির্দেশ দেয়া হল। জবাবে তিনি বললেন, তিনি (নবী ﷺ) আল্লাহ্‌র কিতাব (গ্রহণ)-এর ওসীয়ত করে গেছেন।

٢٦٢٨ . بَابُ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ ، وَ قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ .

২৬২৮. অনুচ্ছেদ ঃ যার জন্য কুরআন যথেষ্ট নয়। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার নিকট কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়

٤٦٥٧ حَدَّثَنَا يَحْيٰى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَاْذَنِ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَا اَذِنَ لِلنَّبِىِّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ ، وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُرِيْدُ يَجْهَرُ بِهِ .

৪৬৫৭ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ কোন নবীকে ঐ অনুমতি দেননি, যা আমাকে দিয়েছেন, আর তা হয়েছে কুরআন তিলাওয়াত যথেষ্ট। রাবী বলেন, এর অর্থ সুস্পষ্ট করে আওয়াজের সাথে কুরআন পাঠ করা।

٤٦٥٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَا اَذِنَ لِلنَّبِىِّ اَنْ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ قَالَ سُفْيَانُ تَفْسِيْرُهُ يَسْتَغْنِىْ بِهِ .

৪৬৫৮ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কোন নবীকে অনুমতি দেননি, যা আমাকে দিয়েছেন যে, কুরআন তিলাওয়াত করাই যথেষ্ট। সুফিয়ান (র) বলেন, কুরআনই তার জন্য যথেষ্ট।

٢٦٢٩ . بَابُ اغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ

banglainternet.com

২৬২৯. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন তিলাওয়াতকারী হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা

٤٦٥٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ

سَالِمُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لاَ حَسَدَ اِلاَّ عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ ، وَرَجُلٌ اَعْطَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ -

৪৬৫৯ আবুল ইয়ামান (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, দু'টি বিষয় ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে ঈর্ষা করা যায় না। প্রথমত, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবের জ্ঞান দান করেছেন এবং তিনি তার থেকে গভীর রাতে তিলাওয়াত করেন। দ্বিতীয়ত, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন এবং তিনি সেই সম্পদ দিন-রাত দান-খয়রাত করতে থাকেন।

٤٥٦٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَحَسَدَ اِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ ، رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَتْلُوْهُ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِىْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ فُلاَنٌ ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِى الْحَقِّ ، فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِىْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ فُلاَنٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ -

৪৬৬০ আলী ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দু'ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও সাথে ঈর্ষা করা যায় না। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে তা দিন-রাত তিলাওয়াত করে। আর তা শুনে তার প্রতিবেশীরা তাকে বলে, হায়! আমাদেরকে যদি এরূপ জ্ঞান দেয়া হত, যেরূপ জ্ঞান অমুককে দেয়া হয়েছে, তাহলে আমিও তার মত আমল করতাম। অন্য আর এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দান করেছেন এবং সে সম্পদ সত্য ও ন্যায়ের পথে ব্যয় করে। এ অবস্থা দেখে অন্য এক ব্যক্তি বলেঃ হায়! আমাকে যদি অমুক ব্যক্তির মত সম্পদশালী করা হত, তাহলে সে যেরূপ ব্যয় করছে, আমিও সেরূপ ব্যয় করতাম।

٢٦٣٠ . بَابُ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ

২৬৩০. অনুচ্ছেদ ঃ তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে নিজে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়

banglainternet.com

٤٦٦١ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَلْقَمَةُ

بْنُ مَرْثَدٍ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ ، قَالَ وَاَقْرَاَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِىْ اِمْرَةِ عُثْمَانَ حَتّٰى كَانَ الْحَجَّاجُ ، قَالَ وَذَاكَ الَّذِىْ اَقْعَدَنِىْ مَقْعَدِىْ هٰذَا ـ

৪৬৬১ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিন্‌হাল (র) ..... উসমান (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।

٤٦٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ ـ

৪৬৬২ আবূ নু'আয়ম (র) ..... উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারা, যারা নিজেরা কুরআন শিখে এবং অন্যকেও শিক্ষা দেয়।

٤٦٦٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ اِمْرَاَةٌ فَقَالَتْ اِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ﷺ فَقَالَ مَالِىْ فِى النِّسَاءِ حَاجَةٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيْهَا قَالَ اَعْطِهَا ثَوْبًا ، قَالَ لَا اَجِدُ ، قَالَ اَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَاعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ

৪৬৬৩ আমর ইব্‌ন আউন (র) ..... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন মহিলা নবী ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলল, সে নিজকে আল্লাহ্‌র রাসূলের জন্য উৎসর্গ করার ইচ্ছা করেছে। এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, আমার কোন মহিলার প্রয়োজন নেই। এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, একে আমার সঙ্গে শাদী করিয়ে দিন। নবী ﷺ তাকে বললেন, তাকে একখানা কাপড় দাও। ঐ ব্যক্তি তার অক্ষমতার কথা প্রকাশ করল, তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, তাকে একখানা লোহার আংটি হলেও দাও। এবারেও লোকটি আগের মত অক্ষমতা প্রকাশ করল। তারপর নবী ﷺ তাকে প্রশ্ন

banglainternet.com

করলেন, তোমার কি কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ আছে? লোকটি উত্তর করল, হাঁ। আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে। তখন নবী ﷺ বললেন, যে পরিমাণ কুরআন তোমার মুখস্থ আছে, তার বিনিময়ে তোমার নিকট এ মহিলাটিকে শাদী দিলাম। ১

٢٦٣١. بَابُ الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ

২৬৩১. অনুচ্ছেদ ঃ মুখস্থ কুরআন পাঠ করা

٤٦٦٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ امْرَاَةً جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ لاَهَبَ لَكَ نَفْسِىْ ، فَنَظَرَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ اِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْاَةُ اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ ؟ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ اذْهَبْ اِلٰى اَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ اُنْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ خَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا اِزَارِىْ قَالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ بِاِزَارِكَ ، اِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَىْءٌ وَاِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَىْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتّٰى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَاَمَرَ بِهِ فَدُعِىَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ مَعِىَ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا ، عَدَّدَهَا ، قَالَ اَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ

banglainternet.com

১. এটা মোহরানা নয়, বরং কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের পুরস্কার।

اَذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ

৪৬৬৪ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার জীবনকে আপনার জন্য দান করতে এসেছি। এরপর নবী ﷺ তার দিকে তাকিয়ে তার আপাদমস্তক অবলোকন করে মাথা নিচু করলেন। মহিলাটি যখন দেখল যে নবী ﷺ কোন ফয়সালা দিচ্ছেন না তখন সে বসে পড়ল। এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ -এর সাহাবীদের একজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনার কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে এ মহিলাটির সাথে আমার শাদী দিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম কিছুই নেই। তিনি বললেন, তুমি তোমার পরিবার- পরিজনদের কাছে ফিরে যাও এবং দেখ কিছু পাও কি-না! এরপর লোকটি চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কিছুই পেলাম না। নবী ﷺ বললেন, দেখ একটি লোহার আংটি হলেও! তারপর সে চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একটি লোহার আংটিও পেলাম না; কিন্তু এই যে আমার তহবন্দ আছে। হযরত সাহাল (রা) বলেন, তার কোন চাদর ছিল না। অথচ লোকটি বলল, আমার তহবন্দের অর্ধেক দিতে পারি। এ কথা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, এ তহবন্দ দিয়ে কি হবে? যদি তুমি পরিধান কর, তাহলে মহিলাটির কোন আবরণ থাকবে না। আর যদি সে পরিধান করে, তোমার কোন আবরণ থাকবে না। লোকটি বসে পড়লো, অনেকক্ষণ সে বসে থাকল। এরপর উঠে দাঁড়াল। রাসূল ﷺ তাকে ফিরে যেতে দেখে তাকে ডেকে আনালেন। যখন সে ফিরে আসল, নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কুরআনের কতটুকু মুখস্থ আছে? সে উত্তরে বলল, অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে। সে এমনিভাবে একে একে উল্লেখ করতে থাকল। তখন নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ সকল সূরা মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পার? সে উত্তর করল, হ্যাঁ! তখন নবী ﷺ বললেন, যাও তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ রেখেছ, উহার বিনিময়ে এ মহিলাটির তোমার সঙ্গে শাদী দিলাম।

٢٦٣٢. بَابُ اسْتِذْكَارِ الْقُرْاٰنِ وَتَعَاهُدِهِ

২৬৩২. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন শরীফ বারবার তিলাওয়াত করা ও স্মরণ রাখা

٤٦٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْاِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ اِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ ـ

৪৬৬৫ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্তরে কুরআন গেঁথে (মুখস্থ) রাখে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ মালিকের ন্যায়, যে উট বেঁধে রাখে। যদি সে উট বেঁধে রাখে, তবে সে উট তার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কিন্তু যদি সে বন্ধন খুলে দেয়, তবে তা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।

banglainternet.com

٤٦٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِئْسَ مَالِاَحَدِهِمْ اَنْ يَقُوْلَ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّىَ وَاسْتَذْكَرُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ ـ

৪৬৬৬ মুহাম্মদ ইব্ন আর'আরা (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, এটা খুবই খারাপ কথা যে, তোমাদের মধ্যে কেউ বলবে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি; বরং তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং, তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক্ কেননা, তা মানুষের অন্তর থেকে উটের চেয়েও দ্রুতবেগে চলে যায়।

٤٦٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَعَاهَدُوا الْقُرْاٰنَ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْاِبِلِ فِىْ عُقُلِهَا ـ

৪৬৬৭ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) ..... হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা কুরআনের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আল্লাহ্র কসম! যার কবজায় আমার জীবন! কুরআন বন্ধনমুক্ত উটের চেয়ে দ্রুত বেগে দৌড়ে যায়।

٢٦٣٣. بَابُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

২৬৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ জন্তুর পিঠে বসে কুরআন পাঠ করা

٤٦٦٨ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ اِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُغَفَّلٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقْرَاُ عَلٰى رَاحِلَتِهِ سُوْرَةَ الْفَتْحِ ـ

৪৬৬৮ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফফাল (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূল ﷺ-কে (উটের পিঠে) সওয়ার অবস্থায় 'সূরা আল্ ফাত্হ' তিলাওয়াত করতে দেখেছি।

banglainternet.com

٢٦٣٤ . بَابُ تَعْلِيْمُ الصِّبْيَانِ الْقُرْاٰنَ

২৬৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের কুরআন শিক্ষাদান

٤٦٦٩ حَدَّثَنِىْ مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اِنَّ الَّذِىْ تَدْعُوْنَهُ الْمُفَصَّلَ هُوَ الْمُحْكَمُ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِيْنَ.وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ ـ

৪৬৬৯ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেন, যে সকল সূরাকে তোমরা মুফাস্‌সাল [১] বলো, তা হচ্ছে মুহ্‌কাম।[২] রাবী বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, যখন আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ইন্তিকাল করেন, তখন আমার বয়স দশ বছর এবং আমি ঐ বয়সেই মুহ্‌কাম আয়াতসমূহ শিখে নিয়েছিলাম।

٤٦٧٠ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا الْمُحْكَمُ قَالَ الْمُفَصَّلُ ـ

৪৬৭০ ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'মুহকাম সূরাসমূহ আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় মুখস্থ করেছিলাম। রাবী সাঈদ (র) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মুহকাম' অর্থ কি ? তিনি বললেন, মুফাস্‌সাল।

٢٦٣٥ . بَابُ نِسْيَانُ الْقُرْاٰنِ وَهَلْ يَقُوْلُ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسٰى اِلاَّ مَاشَاءَ اللّٰهُ

২৬৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন মুখস্থ করে ভুলে যাওয়া এবং কেউ কি বলতে পারে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি? এবং আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পাঠ করাবো, ফলে তুমি বিস্মৃত হবে না, অবশ্য আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত.....।

banglainternet.com

১. সূরা হুজুরাত থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাসমূহকে মুফাস্‌সাল বলা হয়।

২. যে সকল আয়াতের ভাষা প্রাঞ্জল এবং অর্থ নির্ধারণের ব্যাপারে কোন অসুবিধা হয় না ও সন্দেহের অবকাশ নেই তাকে 'মুহকাম আয়াত' বলে।

٤٦٧١ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقْرَأُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ لَقَدْ اَذْكَرَنِىْ كَذَا وَكَذَا اٰيَةً مِنْ سُوْرَةِ كَذَا ـ

৪৬৭১ রবী ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কোন এক ব্যক্তিকে মসজিদে নববীতে কুরআন পাঠ করতে শুনলেন। তিনি বললেন, তার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক, সে আমাকে অমুক সূরার অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

٤٦٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ اَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُوْرَةِ كَذَا * تَابَعَهُ عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ ـ

৪৬৭২ মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন মায়মূন (র) ..... হযরত হিশাম (র) থেকে বর্ণিত পূর্বের হাদীসের অতিরিক্ত রয়েছে, "যা ভুলে গেছি অমুক অমুক সূরা থেকে।" আলী এবং আবদা হিশাম থেকে তার সমর্থন ব্যক্ত করেন।

٤٦٧٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يَقْرَاءُ فِىْ سُوْرَةٍ بِاللَّيْلِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ لَقَدْ اَذْكَرَنِىْ كَذَا وَكَذَا اٰيَةً كُنْتُ اَنْسِيْتُهَا مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا ـ

৪৬৭৩ আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবূ রজা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে রাতে কুরআন পাঠ করতে শুনে বললেন, আল্লাহ তাকে রহমত করুন। কেননা, সে আমাকে অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি ভুলতে বসেছিলাম।

٤٦٧٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا لاَحَدِهِمْ يَقُوْلُ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّىَ ـ

banglainternet.com

৪৬৭৪ আবূ নু'আয়ম (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ

বলেছেন, কোন লোক এ কথা কেন বলে যে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি; বরং (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

٢٦٣٦. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ بَأْسًا اَنْ يُقُوْلَ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ سُوْرَةُ كَذَا وَكَذَا

২৬৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ যারা সূরা বাকারা বা অমুক অমুক সূরা বলাতে দোষ মনে করেন না

٤٦٧٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ الْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ـ

৪৬৭৫ উমর ইব্‌ন হাফস (র) ..... হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত রাতে পাঠ করে, তবে এটাই তার জন্য যথেষ্ট।

٤٦٧٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ عَنْ حَدِيْثِ الْمِسْوَرِ ابْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِىِّ اَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ ، فَاِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلٰى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكِدْتُ اُسَاوِرُهُ فِى الصَّلَاةِ فَاَنْتَظَرْتُهُ حَتّٰى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ فَقُلْتُ مَنْ اَقْرَاَكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِىْ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قَالَ اَقْرَاَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ كَذَبْتَ فَوَاللّٰهِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَهُوَ اَقْرَاَنِىْ هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِىْ سَمِعْتُكَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَقُوْدُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى حُرُوْفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيْهَا وَاَنْتَ اَقْرَاْتَنِىْ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ ، فَقَالَ يَا هِشَامُ اقْرَاْهَا

banglainternet.com

فَقَرَاهَا ، الْقِرَاءَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ يَاعُمَرُ ، فَقَرَأْتُهَا الَّتِيْ اَقْرَأَنِيْهَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ـ

৪৬৭৬ আবুল ইয়ামান (র) ..... হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইব্ন হাকীম ইব্ন হিযামকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবদ্দশায় 'সূরা ফুরকান' তিলাওয়াত করতে শুনলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, সে বিভিন্ন কিরাআতে তা পাঠ করছে, যা আল্লাহ্র রাসূল আমাকে শিখাননি। যার ফলে তাকে সালাতের মধ্যেই ধরতে উদ্যত হলাম। অবশ্য আমি তার সালাত শেষে সালাম ফিরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। সালাত শেষ হতেই তার গলায় রুমাল পেঁচিয়ে ধরলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এইমাত্র আমি তোমাকে যা পাঠ করতে শুনলাম, তা তোমাকে কে শিখিয়েছে? সে উত্তর করল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এরূপ শিখিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছো! আল্লাহ্র কসম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ভিন্ন পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করা শিখিয়েছেন, যা তোমাকে তিলাওয়াত করতে শুনেছি। এরপর আমি তাকে টেনে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এই ব্যক্তিকে ভিন্ন এক পদ্ধতিতে 'সূরা ফুরকান' পাঠ করতে শুনেছি, যে পদ্ধতি আপনি আমাকে তিলাওয়াত করতে শিখাননি। অথচ আপনি আমাকে সূরা ফুরকান তিলাওয়াত শিখিয়েছেন। এরপর তিনি বললেন, হে হিশাম! পাঠ করো! সুতরাং আমি যে পদ্ধতিতে পাঠ করতে শুনেছি, সে সেই পদ্ধতিতেই পাঠ করল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এভাবে কুরআন নাযিল হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে উমর ! তুমি পাঠ করো, সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে যেভাবে শিখিয়েছিলেন, সেভাবে আমি পাঠ করলাম। এরপর তিনি বললেন, কুরআন এভাবেই নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও বললেন, সাত কিরাআত বা পদ্ধতিতে পাঠ করার জন্য কুরআন নাযিল হয়েছে। সুতরাং এর মধ্যে যে পদ্ধতি তোমার জন্য সহজ, সে পদ্ধতিতে পড়।

٤٦٧٧ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ لَقَدْ اَذْكَرَنِيْ كَذَا وَكَذَا اٰيَةً اَسْقَطْتُهَا مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا ـ

৪৬৭৭ বাশার ইব্ন আদম (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক কারীকে রাতে মসজিদে কুরআন শরীফ পাঠ করতে শুনলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা অমুক অমুক সূরা থেকে ভুলতে বসেছিলাম।

banglainternet.com

٢٦٣٧ . بَابُ التَّرْتِيْلُ فِى الْقِرَائَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى : وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً وَقَوْلِه : وَقُرْاٰنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ ، وَمَا يُكْرَهُ اَنْ يُهَذَّ كَهَذِّ الشِّعْرِ ، يُفْرَقُ يُفَصَّلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَقْنَاهُ فَصَّلْنَاهُ .

২৬৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ সুস্পষ্ট ও ধীরে কুরআন তিলাওয়াত করা। এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী ঃ কুরআন তিলাওয়াত কর ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ আমি কুরআন নাযিল করেছি যাতে তুমি তা মানুষের নিকট পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে। কবিতা পাঠের মতো দ্রুতগতিতে কুরআন পাঠ করা অপছন্দনীয়।

٤٦٧٨ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ غَدَوْنَا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ رَجُلٌ قَرَاْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ فَقَالَ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ اِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاَةَ وَاِنِّىْ لَاَحْفَظُ الْقُرَنَاءَ الَّتِىْ كَانَ يَقْرَاُ بِهِنَّ النَّبِىُّ ﷺ ثَمَانِىَ عَشْرَةَ سُوْرَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ وَسُوْرَتَيْنِ مِنْ اٰلِ حٰمٍ .

৪৬৭৮ আবূ নু'মান (র) ..... আবূ ওয়ায়িল (র) সূত্রে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ ওয়ায়িল (র) বলেন, আমরা একদিন সকালে আবদুল্লাহ্ (রা)-এর কাছে গেলাম। একজন লোক বলল, গতকাল সকালে আমি মুফাস্সাল সূরা পাঠ করেছি। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, এত তাড়াতাড়ি পাঠ করা যেন কবিতা পাঠ করার মতো; অথচ আমরা নবী ﷺ-এর পাঠ শুনেছি এবং তা আমার ভালভাবে স্মরণ আছে। নবী ﷺ থেকে যে সমস্ত সূরা পাঠ করতে আমি শুনেছি, তার সংখ্যা মুফাস্সাল হতে আঠারটি এবং 'আলিফ-লাম হামিম' হতে দু'টি।

٤٦٧٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهِ لَاتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَزَلَ جِبْرِيْلُ بِالْوَحْىِ ، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ ،

banglainternet.com

فَأَنْزَلَ اللّٰهُ الْآيَةَ الَّتِيْ فِيْ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ : لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ فَاِذَا اَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ قَالَ اِنَّ عَلَيْنَا اَنْ نُبَيِّنَهٗ بِلِسَانِكَ قَالَ فَكَانَ اِذَا اَتَاهُ جِبْرِيْلُ اَطْرَقَ ، فَاِذَا ذَهَبَ قَرَأَهٗ كَمَا وَعَدَهُ اللّٰهُ ـ

৪৬৭৯ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "হে নবী! আপনার জিহ্বাকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য নাড়াবেন না।" আল্লাহ্‌র এই কালাম সম্পর্কে তিনি বলেন, যখনই হযরত জিবরাঈল (আ) ওহী নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট আসতেন, তখন নবী ﷺ খুব তাড়াতাড়ি জিহ্বা এবং ঠোঁট নাড়াতেন এবং তার জন্য খুব কষ্টের ব্যাপার হত। আর এ অবস্থা সহজেই অন্য একজন অনুমান করতে পারত। সুতরাং এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন। "আমি কিয়ামত দিবসের কসম করছি, হে নবী! তাড়াতাড়ি ওহী মুখস্থ করার জন্য আপনি আপনার জিহ্বা নাড়াবেন না। এ মুখস্থ করিয়ে দেয়া ও পাঠ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই। যখন আমি তা পাঠ করতে থাকি, তখন আপনি সে পাঠকে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকুন। পরে এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব।" সুতরাং যখন জিবরাঈল (আ) পাঠ করেন আপনি তার অনুসরণ করুন। এরপর থেকে যখন জিবরাঈল (আ) বলে যেতেন তখন নবী ﷺ তা নীরবে শুনতেন। যখন তিনি চলে যেতেন, আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুযায়ী তিনি তা পাঠ করতেন।

٢٦٣٨ . بَابُ مَدِّ الْقِرَاءَةِ

২৬৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ 'মদ' অক্ষরকে দীর্ঘ করে পড়া

٤٦٨٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ الْاَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يَمُدُّ مَدًّا ـ

৪৬৮০ মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) ..... হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে নবী ﷺ -এর 'কিরাআত' পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ দীর্ঘায়িত করে পাঠ করতেন।

banglainternet.com

٤٦٨١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَمُدُّ بِبِسْمِ اللّٰهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمٰنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ -

৪৬৮১ আমর ইবন আসিম (র) ..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আনাস (রা)-কে নবী ﷺ-এর 'কিরাআত' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, নবী ﷺ-এর 'কিরাআত' কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, কোন কোন ক্ষেত্রে নবী ﷺ দীর্ঘ করতেন। এরপর তিনি 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' তিলাওয়াত করে শোনালেন এবং তিনি বললেন, নবী ﷺ 'বিস্‌মিল্লাহ্,' 'আর রাহমান', 'আর রাহীম' পড়ার সময় মদ্ করতেন।

٢٦٣٩. بَابُ التَّرْجِيْعِ

২৬৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ আত্‌তারজী'

٤٦٨٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُغَفَّلٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَاُ وَهُوَ عَلٰى نَاقَتِهِ اَوْ جَمَلِهِ وَهِىَ تَسِيْرُ بِهِ وَهُوَ يَقْرَاُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ اَوْ مِنْ سُوْرَةِ الْفَتْحِ قِرَاءَةً لَيِّنَةً يَقْرَاُ وَهُوَ يُرَجِّعُ -

৪৬৮২ আদাম ইবন আবূ ইয়াস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইবন মুগাফ্‌ফাল (রা) বলেন, নবী ﷺ উষ্ট্রির পিঠে অথবা উটের পিঠে আরোহণ করা অবস্থায় যখন উষ্ট্রটি চলছিল, তখন আমি তিলাওয়াত করতে দেখেছি। তিনি 'সূরা ফাত্‌হ' এবং 'সূরা ফাত্‌হ'র অংশ বিশেষ অত্যন্ত নরম এবং মধুর ছন্দোময় সুরে পাঠ করছিলেন।

٢٦٤٠. بَابُ حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ

২৬৪০. অনুচ্ছেদ ঃ সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা

٤٦٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَحْيٰى الْحِمَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَهُ يَا اَبَا مُوْسٰى لَقَدْ اُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ -

banglainternet.com

৪৬৮৩ মুহাম্মাদ ইবন খালাফ (র) ..... হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবূ মূসা! তোমাকে হযরত দাউদ (আ)-এর সুমধুর কণ্ঠ দান করা হয়েছে।

٢٦٤١ . بَابُ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّسْمَعَ الْقُرْاٰنَ مِنْ غَيْرِهِ

২৬৪১. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অন্যের নিকট থেকে কুরআন পাঠ শুনতে ভালবাসে

٤٦٨٤ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ اِقْرَأْ عَلَىَّ الْقُرْاٰنَ ، قُلْتُ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ ؟ قَالَ اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِىْ -

৪৬৮৪ উমর ইবন হাফ্স ইবন গিয়াস (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, "আমার সামনে কুরআন পাঠ কর।" আবদুল্লাহ্ বললেন, আমি আপনার সামনে কুরআন পাঠ করব; অথচ আপনার ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, আমি অন্যের নিকট থেকে শুনতে ভালবাসি।

٢٦٤٢ . بَابُ قَوْلُ الْمُقْرِئِ لِلْقَارِئِ "حَسْبُكَ "

২৬৪২. অনুচ্ছেদ ঃ তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত শোনার পর শ্রোতার মন্তব্য 'তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট'

٤٦٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ اِقْرَأْ عَلَىَّ ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى أَتَيْتُ اِلٰى هٰذِهِ الْاٰيَةِ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا قَالَ حَسْبُكَ الْاٰنَ ، فَالْتَفَتُّ اِلَيْهِ فَاِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ -

banglainternet.com

৪৬৮৫ মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন, একদিন নবী ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কুরআন পাঠ কর। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার সামনে কুরআন পাঠ করব? অথচ তা তো আপনার ওপরই নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর আমি 'সূরা নিসা' পাঠ করলাম। যখন আমি এই আয়াত পর্যন্ত আসলাম 'চিন্তা করো আমি যখন প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করব এবং সকলের ওপরে তোমাকে সাক্ষী হিসাবে হাযির করব তখন তারা কি করবে।' নবী ﷺ বললেন, আপাতত এটুকুই যথেষ্ট। আমি তাঁর চেহারা মুবারকের দিকে তাকালাম, দেখলাম, তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু ঝরছে।

٢٦٤٣. بَابٌ فِيْ كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْاٰنُ : وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى ، فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

২৬৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ কতটুকু সময় কুরআন আর পাঠ করা যায়? এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার কালাম ঃ "যতটা কুরআন তুমি সহজে পাঠ করতে পার, ততটাই পড়"

٤٦٨٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ لِي ابْنُ شُبْرُمَةَ نَظَرْتُ كَمْ يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ اَجِدْ سُوْرَةً اَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ اٰيَاتٍ ، فَقُلْتُ لَايَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ ، اَنْ يَقْرَاَ اَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ اٰيَاتٍ ، قَالَ سُفْيَانُ اَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ اَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ وَلَقِيْتُهُ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ ، فَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنَّ مَنْ قَرَاَ بِالْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ـ

৪৬৮৬ আলী (র) .... সুফিয়ান ইবন উয়ায়না (র) বলেন, আমাকে ইব্ন সুবরুমা (র) বললেন, আমি দেখতে চাইলাম, সালাতে কি পরিমাণ আয়াত পাঠ করা যথেষ্ট এবং আমি তিন আয়াত বিশিষ্ট সূরার চেয়ে ছোট কোন সূরা পাইনি। সুতরাং আমি বললাম, কারো জন্য তিন আয়াতের কম সালাতে পড়া উচিত নয়। হযরত আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম, তখন তিনি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, যদি কোন ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত রাতে পাঠ করে, তাহলে তা তার জন্য যথেষ্ট।

banglainternet.com

٤٦٨٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ اَنْكَحَنِيْ اَبِيْ اِمْرَاَةً ذَاتَ حَسَبٍ ، فَكَانَ

يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا ، فَتَقُوْلُ نِعْمَ الرَّجُلِ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُذْ اَتَيْنَاهُ فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَلْقَنِيْ فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ ، فَقَالَ كَيْفَ تَصُوْمُ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ وَكَيْفَ تَخْتِمُ؟ قَالَ كُلَّ لَيْلَةٍ ، قَالَ صُمْ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً وَاقْرَأِ الْقُرْاٰنَ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ ، قَالَ قُلْتُ اِنِّيْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ، قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ قُلْتُ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ، قَالَ اَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا قَالَ قُلْتُ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ، قَالَ صُمْ اَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ صِيَامَ يَوْمٍ وَاِفْطَارَ يَوْمٍ وَاقْرَأْ فِيْ كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً فَلَيْتَنِيْ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَاكَ اِنِّيْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ ، فَكَانَ يَقْرَأُ عَلٰى بَعْضِ اَهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ الْقُرْاٰنِ بِالنَّهَارِ وَالَّذِيْ يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُوْنَ اَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ ، وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَتَقَوّٰى اَفْطَرَ اَيَّامًا وَاَحْصٰى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِيْ ثَلَاثٍ وَفِيْ خَمْسٍ وَاَكْثَرُهُمْ عَلٰى سَبْعٍ -

৪৬৮৭ মূসা ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলার সাথে শাদী দেন এবং প্রায়ই তিনি আমার সম্পর্কে আমার স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। আমার স্ত্রী বলত, সে কতইনা ভাল মানুষ যে, সে কখনও আমার বিছানায় আসেনি এবং শাদীর পর থেকে আমার সম্পর্কে খোঁজ খবরও নেয়নি। এ অবস্থা যখন দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকল তখন আমার পিতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমার সম্পর্কে অবগত করালেন। তখন নবী ﷺ আমার পিতাকে বললেন, তাকে আমার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন। এরপর আমি নবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রকম রোযা পালন কর? আমি উত্তর দিলাম, প্রতিদিন রোযা পালন করি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এ অবস্থায় পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করতে তোমার কত সময় লাগে? আমি উত্তর দিলাম, প্রত্যেক রাতেই এক খতম করি। তিনি বললেন, প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা পালন করবে এবং কুরআন এক মাসে এক খতম দেবে।" আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি করার

banglainternet.com

সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে প্রতি সপ্তাহে তিনদিন রোযা পালন করবে। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি করার শক্তি রাখি। তিনি বললেন, দুদিন পর এক দিন রোযা রাখ। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে সব চেয়ে উত্তম পদ্ধতির রোযা পালন কর। তা হল, হযরত দাউদ (আ)-এর সওমের পদ্ধতি। তিনি এক দিন অন্তর একদিন রোযা পালন করতেন এবং প্রতি সাত দিনে একবার আল্লাহর কিতাব খতম করতেন। আহা! আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেয়া সুবিধা গ্রহণ করতাম! যেহেতু এখন আমি একজন দুর্বল বৃদ্ধ ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছি। হযরত আবদুল্লাহ (রা) প্রত্যেক দিন তার পরিবারের একজন সদস্যের সামনে কুরআনের সপ্তমাংশ পাঠ করে শোনাতেন। দিবা ভাগে পাঠ করে দেখতেন, তার স্মরণশক্তি সঠিক আছে কিনা? যা তিনি রাতে পাঠ করবেন তা যেন সহজ হয় এবং যখনই তিনি শারীরিক শক্তি সঞ্চয়ের ইচ্ছা করতেন তখন কয়েক দিন রোযা রাখা বন্ধ রাখতেন এবং পরবর্তীকালে ঐ ক'দিনের হিসাব করে রোযা পালন করতেন। কেননা, তিনি রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় যে নিয়ম পালন করতেন পরে সে নিয়ম বর্জন করাটা অপছন্দ মনে করতেন। আবূ আবদুল্লাহ্ বলেন কেউ তিন দিনে, কেউ পাঁচ দিনে এবং অধিকাংশ লোক সাত দিনে কুরআন খতম করতেন।

٤٦٨٨ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ـ

৪৬৮৮ সা'দ ইবন হাফস (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সমগ্র কুরআন খতম করতে তোমার কত সময় লাগে?

٤٦٨٩ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى بَنِىْ زُهْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ وَاَحْسَبُنِىْ قَالَ سَمِعْتُ اَنَا مِنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَإِ الْقُرْاٰنَ فِىْ شَهْرٍ قُلْتُ اِنِّىْ اَجِدُ قُوَّةً حَتّٰى قَالَ فَاقْرَاْهُ فِىْ سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ ـ

৪৬৮৯ ইসহাক ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, "এক মাসে কুরআন খতম কর।" আমি বললাম, "আমি এর চেয়ে বেশি করার শক্তি রাখি।" তখন নবী ﷺ বললেন, "তাহলে প্রতি সাত দিনে একবার খতম করো এবং এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যে খতম করো না।"

banglainternet.com

٢٦٤٤. بَابُ الْبُكَاءُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ

২৬৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন পাঠ করা অবস্থায় ক্রন্দন করা

٤٦٩٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ الْاَعْمَشُ ، وَبَعْضُ الْحَدِيْثِ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَاْ عَلَىَّ ، قَالَ قُلْتُ اَقْرَاُ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ اُنْزِلَ ؟ قَالَ اِنِّىْ اَشْتَهِىْ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِىْ ، قَالَ فَقَرَاْتُ النِّسَاءَ حَتّٰى اِذَا بَلَغْتُ ، فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ ، وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا قَالَ لِىْ كُفَّ اَوْ اَمْسِكْ فَرَاَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ ـ

৪৬৯০ মুসাদ্দাদ (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি আমার সামনে কুরআন পাঠ করো। আমি উত্তরে বললাম, আমি আপনার সামনে কুরআন পাঠ করবো; অথচ আপনারই ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, আমি অন্যের কাছ থেকে কুরআন পাঠ শোনা পছন্দ করি। আমি তখন সূরা নিসা পাঠ করলাম, এমনকি যখন আমি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম ঃ "তারপর চিন্তা করো,আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে একজন করে সাক্ষী হাযির করব এবং এ সকলের ওপরে তোমাকে সাক্ষী হিসাবে হাযির করব।' তখন তারা কি করবে।" তখন তিনি আমাকে বললেন, "থাম!" আমি লক্ষ্য করলাম, তাঁর (নবী ﷺ -এর) দু'চোখ মুবারক থেকে অশ্রু ঝরছে।

٤٦٩١ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ السَّلْمَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ اِقْرَاْ عَلَىَّ ، قُلْتُ اَقْرَاُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ ؟ قَالَ اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِىْ ـ

৪৬৯১ কায়স ইবন হাফস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ আমাকে বললেন, আমার সামনে কুরআন পাঠ করো। আমি বললাম, আমি আপনার নিকট কুরআন পাঠ করব ; অথচ আপনার ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, আমি অন্যের তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করি।

banglainternet.com

٢٦٤٥ . بَابٌ مَنْ رَايَا بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ اَوْتَاَكَّلَ بِهِ اَوْ فَخَرَبِهِ

২৬৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দেখানো বা দুনিয়ার লোভে অথবা গর্বের জন্য কুরআন পাঠ করে

٤٦٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ عَلِيٌّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : يَاتِيْ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْاَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْاَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَايُجَاوِزُ اِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، فَاَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ، فَاِنَّ قَتْلَهُمْ اَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

৪৬৯২ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র) ..... হযরত আলী (রা) বলেন। আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, শেষ যামানায় এমন একদল মানুষের আবির্ভাব ঘটবে, যারা হবে অল্পবয়স্ক এবং যাদের বুদ্ধি হবে স্বল্প। ভাল ভাল কথা বলবে; কিন্তু তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান গলদেশের নীচে পৌঁছবে না। সুতরাং তোমরা তাদের যেখানে পাও, হত্যা কর। এদের হত্যাকারীর জন্য কিয়ামতে পুরস্কার রয়েছে।

٤٦٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يَخْرُجُ فِيْكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ ، وَصِيَامَكُمْ ، مَعَ صِيَامِهِمْ ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَايُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرٰى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلَا يَرٰى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الرِّيْشِ فَلَا يَرٰى شَيْئًا وَيَتَمَارٰى فِي الْفُوْقِ ـ

banglainternet.com

৪৬৯৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ ভবিষ্যতে এমন সব লোকের আগমন ঘটবে, যাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাতকে, তাদের রোযার তুলনায় তোমাদের রোযাকে এবং তাদের আমলের তুলনায় তোমাদের আমলকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে; কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নিচে প্রবেশ করবে না (অর্থাৎ অন্তরে প্রবেশ করবে না এবং তা লোক দেখানো হবে)। এরা দীন (ইসলাম) থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে নিক্ষিপ্ত তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। আর অন্য শিকারী সেই তীরের অগ্রভাগ পরীক্ষা করে দেখতে পায়,তাতে কোনো চিহ্ন নেই। সে তীরের ফলার পার্শ্বদেশদ্বয়েও নজর করে; অথচ সেখানে কিছু দেখতে পায় না। অবশেষে ঐ ব্যক্তি কোন কিছু পাওয়ার জন্য তীরের নিম্নভাগে সন্দেহ পোষণ করে।

٤٦٩٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْاُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَرِيْحُهَا طَيِّبٌ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِىْ لَايَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَلَارِيْحَ لَهَا ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَالرَّيْحَانَةِ ، رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ لَايَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَالْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ اَوْ خَبِيْثٌ ، وَرِيْحُهَا مُرٌّ -

৪৬৯৪ মুসাদ্দাদ (র) ..... হযরত আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ মু'মিন যে কুরআন পাঠ করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, তার উদাহরণ ঐ লেবুর মত যা খেতে সুস্বাদু এবং গন্ধে মন মাতানো। আর ঐ মু'মিন যে কুরআন পাঠ করে না; কিন্তু এর অনুসারে আমল করে। তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ খেজুরের মত যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু গন্ধ নেই। আর সকল মুনাফিক যারা কুরআন পাঠ করে; তার উদাহরণ হচ্ছে, ঐ রায়হানের ন্যায়, যার মন মাতানো খুশবু গন্ধ আছে, অথচ খেতে একেবারে বিস্বাদ (তিক্ত)। আর ঐ মুনাফিক যে কুরআন পাঠ করে না, তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ হান্জাল (মাকাল) ফলের ন্যায়, যা খেতেও বিস্বাদ এবং তা দুর্গন্ধযুক্ত।

٢٦٤٦ . بَابُ اِقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوْبُكُمْ

২৬৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ যতক্ষণ মন চায় কুরআন তিলাওয়াত করা

banglainternet.com

٤٦٩٥ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوْبُكُمْ فَاِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا عَنْهُ ـ

৪৬৯৫ আবূ নু'মান (র) ..... হযরত জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যতক্ষণ মন চায় তিলাওয়াত কর এবং মন যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন ছেড়ে দাও।

٤٦٩٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَاءُ اٰيَةً سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ خِلاَفَهَا فَاَخَذْتُ بِيَدِهِ فَانْطَلَقْتُ بِهِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ فَاقْرَا اَكْبَرُ عِلْمِي قَالَ فَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوْا فَاَهْلَكَهُمْ ـ

৪৬৯৬ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে আয়াত পাঠ করতে শুনলেন। নবী ﷺ -কে যেভাবে পাঠ করতে শুনতেন,তার থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে সে পাঠ করছিল। তখন ঐ ব্যক্তিকে তিনি নবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা উভয়ই সঠিকভাবে পাঠ করেছ। সুতরাং এভাবে কুরআন পাঠ করতে থাক। নবী ﷺ আরও বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে তাদের পরস্পরের বিভেদের কারণে।

banglainternet.com